পিকেএসএফ পরিক্রমা

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ | পৌষ-ফাল্গুন ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

আলোকচিত্রী: রয়্যাল আহমেদ

গোবর্জ্য থেকে অর্থকরী, পরিবেশবান্ধব পণ্য তৈরি করছেন মুন্সিগঞ্জ জেলার উদ্যোক্তা ঝর্না আক্তার। *বিস্তারিত: পৃষ্ঠা ০৫*

পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ)

পিকেএসএফ ভবন-১, ই-৪/বি, আগারগাঁও প্রশাসনিক এলাকা, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ

pksf.org.bd | +৮৮-০২২২২২১৮৩৩১-৩৩ | +৮৮-০২২২২২১৮৩৪১ | facebook.com/pksf.org.bd

পিকেএসএফ সাধারণ পর্ষদের নবনিযুক্ত সদস্যদের সাথে পরিচিতি সভা

পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের নবনিযুক্ত সদস্যদের অংশগ্রহণে ১৭ ফেব্রুয়ারি একটি পরিচিতি সভা অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান।

নবনিযুক্ত সদস্যদের পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বিষয়ে অবহিতকরণের লক্ষ্যে একটি উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের।

সভায় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভার শুরুতে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান নবনিযুক্ত পর্ষদ সদস্যদের ফুল দিয়ে বরণ করেন।

অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ-এর সাধারণ পর্ষদের নবনিযুক্ত সদস্যদের মধ্যে ড. জাইদী সাত্তার, মোঃ খাজা মাঈন উদ্দিন, মোঃ জিয়াউর রহমান, শাহনাজ শারমীন রিনভী, ড. সাজ্জাদ জহির, দেওয়ান এ এইচ আলমগীর, সামসুল হক জাহিদ, এবং সামিনা সরকার উপস্থিত ছিলেন।

পিকেএসএফ একটি অনন্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান

মন্তব্য বিশ্বব্যাংকের

বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে পিকেএসএফ-এর ভূমিকার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বিশ্বব্যাংকের গ্লোবাল ডিরেক্টর ফর সোশ্যাল প্রোটেকশন অ্যান্ড লেবার ইফফাত শরীফ। তিনি বলেন, পিকেএসএফ একটি অনন্য উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান যা নিয়ে বাংলাদেশ গর্ব করতে পারে। পিকেএসএফ ভবন-১-এ ১৭ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এবং ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ মন্তব্য করেন।

বিশ্বব্যাংকের সহায়তায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি অত্যন্ত সন্তোষজনক এবং এ প্রকল্পের কার্যক্রম আরও বিস্তৃত পরিসরে বাস্তবায়নের সুযোগ রয়েছে বলে উল্লেখ করেন ইফফাত শরীফ। তরুণদের কর্মোপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে RAISE প্রকল্পের আওতায় পরিচালিত শিক্ষানবিশি কার্যক্রমকে একটি আদর্শ মডেল হিসেবে তিনি অভিহিত করেন।

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান বলেন, ঋণের উপযুক্ত ব্যবহার নিশ্চিত করতে হলে আর্থিক সহযোগিতার পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উল্লেখ করেন, RAISE প্রকল্পের আওতায় তরুণদের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে দেশের শ্রমশক্তি উন্নয়নে ভূমিকা রাখছে পিকেএসএফ।

সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন বিশ্বব্যাংকের RAISE প্রকল্পের টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান ও অপারেশনস অ্যানালিস্ট মাসুদ রানা এবং পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী-সহ RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিটের কর্মকর্তাবৃন্দ।

স্বাধীনতার ৫৪ বছর পূর্তি

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস
উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে
লাল-সবুজের
বর্ণিল সাজে
পিকেএসএফ ভবন-১।

আসছে SICIP প্রকল্প

১২,০০০ প্রশিক্ষণার্থীর দক্ষতা উন্নয়নে নতুন দিগন্ত

দেশে ও বিদেশে চাহিদাসম্পন্ন বিভিন্ন ট্রেডের জন্য দক্ষ জনশক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে শুরু হতে যাচ্ছে Skills for Industry Competitiveness and Innovation Program (SICIP) প্রকল্প।

মোট ৬২.৭৮ কোটি টাকা তহবিল সংবলিত SICIP প্রকল্পের আওতায় দেশের প্রান্তিক পর্যায়ের ১২,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে ১২টি কারিগরি ট্রেডে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রশিক্ষণ শেষে তাদের উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হবে, যাতে তারা দক্ষ জনশক্তি হিসেবে দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারেন।

পাশাপাশি, যারা উদ্যোক্তা হতে আগ্রহী, তাদেরকে পিকেএসএফ-এর সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে অর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হবে।

কর্মক্ষম বেকার যুবদের দক্ষতা উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত SICIP প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১১ মার্চ পিকেএসএফ এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের আওতাধীন Skills Development Coordination and Monitoring Unit (SDCMU)-এর মধ্যে একটি দ্বিপাক্ষিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

পিকেএসএফ-এর পক্ষে এতে স্বাক্ষর করেন ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠানে সভাপতি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ ওয়ালিদ হোসেন, অতিরিক্ত সচিব ও নির্বাহী কর্মসূচি পরিচালক, SICIP।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল, অর্থ মন্ত্রণালয়ের SICIP প্রকল্পের উপ-নির্বাহী কর্মসূচি পরিচালক, কনসালটেন্টবৃন্দ ও অন্যান্য কর্মকর্তা।

RAISE প্রকল্পের অগ্রগতির প্রশংসা বিশ্বব্যাংক মিশনের

বিগত ২৩ জানুয়ারি বাংলাদেশ সচিবালয়ে বিশ্বব্যাংক পরিচালিত RAISE প্রকল্পের Implementation Support Mission-এর wrap-up meeting অনুষ্ঠিত হয়। আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ আহসান কবীর-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সভায় আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ, বিশ্বব্যাংক এবং পিকেএসএফ-এর প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সভায় পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি 'সন্তোষজনক' বলে মন্তব্য করা হয়।

এর আগে, ২২ জানুয়ারি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে মিশনের pre-wrap-up meeting অনুষ্ঠিত হয়। এতে পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মুহম্মদ হাসান খালেদ, মহাব্যবস্থাপক (কার্যক্রম) ও প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী, বিশ্বব্যাংকের সিনিয়র সোশ্যাল প্রোটেকশন ইকোনমিস্ট ও RAISE টাস্ক টিম লিডার আনিকা রহমান এবং বিশ্বব্যাংক ও RAISE প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ইউনিট-এর কর্মকর্তাবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। ১২-৩০ জানুয়ারি বিশ্বব্যাংক কর্তৃক পরিচালিত এ মিশনের kick-off meeting ১৩ জানুয়ারি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়।

মিশনের আওতায় বিশ্বব্যাংকের প্রতিনিধি দল ১৯ ও ২০ জানুয়ারি ফরিদপুর ও খুলনা জেলায় প্রকল্পের মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। পরিদর্শনকালে প্রতিনিধি দল ফরিদপুর জেলার সহযোগী সংস্থা আমরা কাজ করি (একেকে) ও সোসাইটি ডেভেলপমেন্ট কমিটি (এসডিসি)-এর RAISE প্রকল্পের তরুণ উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময় করে এবং তরুণ উদ্যোক্তা ও শিক্ষানবিশদের উৎপাদিত পণ্য প্রদর্শনী ঘুরে দেখে। ২০ জানুয়ারি তারা খুলনা জেলায় নবলোক পরিষদ-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় প্রতিনিধিবৃন্দ শিক্ষানবিশদের জন্য চলমান 'জীবন দক্ষতা উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ অধিবেশন পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি শিক্ষানবিশি কার্যক্রম ও তরুণ উদ্যোক্তাদের উদ্যোগ পরিদর্শন করেন।

পিকেএসএফ অনানুষ্ঠানিক খাতের আওতাধীন নিম্ন আয়ের পরিবারভুক্ত

তরুণ ও পিছিয়ে পড়া ছোটো উদ্যোক্তাদের সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সারাদেশের শহর ও শহরতলি এলাকায় ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে Recovery and Advancement of Informal Sector Employment (RAISE) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে পাঁচ বছর মেয়াদি প্রকল্পটি ৭০টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। উল্লেখ্য, প্রকল্পে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠী (যেমন দলিত, ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী, চর, হাওর, পার্বত্য ও উপকূলীয় এলাকার অধিবাসী এবং প্রতিবন্ধী তরুণ)-এর অন্তর্ভুক্তিকরণের বিষয়টি অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে।

প্রকল্পের অগ্রগতি (জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত)

৫০,১৯২ জন তরুণ ছোটো উদ্যোক্তাকে 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	৫৫%
৮,৭১১ জন শিক্ষানবিশের প্রশিক্ষণ চলমান রয়েছে। ইতিমধ্যে ১৭,৮২৫ জন শিক্ষানবিশ এ প্রশিক্ষণ সম্পন্ন করেছে।	৬১%
কোভিড-১৯-এ ক্ষতিগ্রস্ত ৪৯,৯৭১ জন ছোটো উদ্যোক্তাকে 'ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা ও ব্যবসায় ধারাবাহিকতা' প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।	৯৯%
ছোটো উদ্যোক্তাদের মাঝে ঋণ বিতরণের লক্ষ্যে পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থার অনুকূলে ১৫৫৭.১৫ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।	৮০%

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় প্রয়োজন সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার

মন্তব্য পিকেএসএফ এমডি’র

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় সর্বোচ্চ দক্ষতার সাথে সম্পদ ব্যবহারের মাধ্যমে চরম জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোঃ ফজলুল কাদের। ৩০ জানুয়ারি পিকেএসএফ-এর RHL প্রকল্পের কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা বিষয়ক কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন। ঢাকার আগারগাঁওয়ে অবস্থিত পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত দুই দিনব্যাপী এ কর্মশালায় সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ। এতে RHL প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ১৬টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক, প্রকল্প ফোকাল ও প্রকল্প সমন্বয়কারী অংশগ্রহণ করেন।

জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকিতে থাকা উপকূলীয় মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকি হ্রাস এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবিলায় উন্নত ও টেকসই বিকল্প জীবিকা নির্বাহের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর Resilient Homestead and Livelihood Support to the Vulnerable Coastal People of Bangladesh (RHL) প্রকল্প ২০২৩ সাল থেকে বাস্তবায়িত হচ্ছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে দেশের সাতটি উপকূলীয় জেলার দরিদ্র ও অতিদরিদ্র প্রায় ৩.৫০ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবে। বর্তমানে পিকেএসএফ ১৮টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে ২০টি উপজেলায় প্রকল্পের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পের আওতায় ২০২৪ সালে ৫,৬১৪ জনকে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল/ভেড়া পালন, ৭,৯১৩ জনকে বসতবাড়ির আঙিনায় লবণাক্ততা-সহনশীল সবজি চাষ, এবং ৪,৮৩৪ জনকে কাঁকড়া চাষ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এ সময়ে, ৩৪১টি জলবায়ু পরিবর্তন সহনশীল বাড়ি নির্মাণ এবং ২,৩১৭টি ছাগল/ভেড়া পালনের মাচা নির্মাণ করা হয়। পাশাপাশি, ৬১,৫৮৭টি বৃক্ষরোপণ এবং ৪,৯২৩ জন উপকারভোগীকে লবণাক্ততা-সহনশীল সবজি চাষে সহায়তা প্রদান করা হয়। একই সময়ে ১,২৬৫ জন কাঁকড়া চাষিকে ঋণ সহায়তা প্রদান করা হয়।

RHL প্রকল্প বাস্তবায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বলেছেন, দক্ষতার সাথে ও সুষ্ঠুভাবে জলবায়ু পরিবর্তন প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে এ সম্পর্কে পরিপূর্ণ জ্ঞান আহরণের বিকল্প নেই। তিনি ১৮ মার্চ পিকেএসএফ-এর RHL প্রকল্পের আওতাভুক্ত নতুন সহযোগী সংস্থাসমূহের কর্মকর্তাদের জন্য আয়োজিত ‘প্রকল্প বাস্তবায়ন ও জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রশিক্ষণ’ অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন।

ঢাকার আগারগাঁওস্থ পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত তিন দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ।

প্রশিক্ষণে RHL প্রকল্পের নতুন দুইটি সহযোগী সংস্থার ১৯ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করা হয় এবং প্রকল্প বাস্তবায়নের করণীয় বিষয়ে আলোচনা করা হয়।

জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও এর দক্ষ প্রয়োগের আহ্বান পিকেএসএফ এমডি’র

বাংলাদেশে জলবায়ু পরিবর্তনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় নতুন জ্বালানি-সাশ্রয়ী প্রযুক্তি উদ্ভাবন এবং সেগুলোর দক্ষ প্রয়োগের বিকল্প নেই বলে মন্তব্য করেছেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) মোঃ ফজলুল কাদের। জলবায়ু পরিবর্তন ও অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় জ্বালানি দক্ষতা অর্জনের ওপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন। এ লক্ষ্যে তিনি সংশ্লিষ্ট খাতে কর্মরত দক্ষ ও অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানগুলোকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। ১০ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ ও রহিমআফরোজ বাংলাদেশ লিমিটেড কর্তৃক যৌথভাবে ‘Energy Saving Local Transportation and Water Pump through Renewable Energy in Rural Bangladesh’ শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আয়োজিত এক সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ মন্তব্য করেন। পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট কর্তৃক পিকেএসএফ ভবন-১-এ আয়োজিত এ সভায় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, রহিমআফরোজ গ্রুপ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিয়াজ রহিম-সহ উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া, বিগত ৭ জানুয়ারি পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিট ‘Growth Opportunities and Trend Analysis of Mushrooms in Bangladesh’ শীর্ষক এক কর্মশালা আয়োজন করে। পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ কর্মশালায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. আবু সালেহ মোস্তফা কামাল।

ঝর্নার খামার: পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের এক অনন্য দৃষ্টান্ত

মুন্সিগঞ্জ জেলার শ্রীনগরের কবুতর খোলা গ্রামের এক নিবেদিতপ্রাণ উদ্যোক্তা, ঝর্না আক্তার (৪৬ বছর), প্রমাণ করেছেন যে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রযুক্তির সমন্বয়ে কঠিন বাধাও জয় করা সম্ভব। গবাদিপ্রাণী পালনের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা থাকলেও তার খামারের বর্জ্য (গরুর গোবর) ব্যবস্থাপনা নিয়ে সামাজিক অসন্তোষ তাকে কঠিন বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড় করায়। পরবর্তীকালে, পিকেএসএফ-এর Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্পের সহায়তায় ঝর্না তার খামারকে পরিচ্ছন্ন, লাভজনক এবং সামাজিকভাবে গ্রহণযোগ্য মডেলে রূপান্তরিত করেছেন।

ঝর্নার খামারে বর্তমানে ১২টি গরু রয়েছে, যা থেকে দৈনিক প্রায় ৬০ লিটার দুধ সংগ্রহ করা হয়। এ দুধ বিক্রির টাকাই তার পরিবারের জীবিকার মূল উৎস। তিনি সাধারণত গরুর গোবর খামারের পাশে জমা করতেন। সেখানে এতো গোবর জমা হতো যে খামারের পাশে নিজের পুকুর ভরাট হয়ে প্রতিবেশীর ধানক্ষেতে গিয়ে গোবর উপচে পড়ছিল। এদিকে রাস্তার পাশেই খামারটির অবস্থান হওয়ায় গোবরের অসহনীয় দুর্গন্ধ ও পরিবেশ দূষিত হচ্ছে এমন অভিযোগে একসময় তার প্রতিবেশী ও পরবর্তীতে স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান ঝর্নার খামার বন্ধের নির্দেশ দেন। সমাজের অভিযোগের মুখে তিনি খামার বন্ধ করার কথাও ভাবতে বাধ্য হন।

এ সংকটময় পরিস্থিতিতে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক)-এর মাধ্যমে মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন SMART প্রকল্পের কর্মকর্তাদের সাথে পরিচয়ের মাধ্যমে ঝর্নার জীবনে নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। SMART প্রকল্প ও এর RECP (Resource-Efficient and Cleaner Production) সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন যে, সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার ও পরিচ্ছন্ন উৎপাদন অর্থাৎ বিদ্যুৎ, পানি, জ্বালানি ইত্যাদি সম্পদের অপচয় রোধ করে পরিমিত পরিমাণে ব্যবহার করা এবং উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে দূষণ হ্রাস করা সম্ভব। ফলে, তিনি সম্পদের সাশ্রয়ী ব্যবহার ও উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে খামারকে টেকসই করার বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা পান।

নতুন দিগন্তের উন্মোচন: SMART প্রকল্পের সদস্য হওয়ার পর উপ-প্রকল্পের কর্মকর্তারা তাৎক্ষণিক গোবর অপসারণের জন্য একই এলাকার বাণিজ্যিকভাবে জৈব সার উৎপাদনকারী উদ্যোক্তা মোঃ মোবারক হোসেনের নিকট ঝর্নার খামারের গোবর বিক্রির ব্যবস্থা করে দেন। ঝর্না জানান, "যে গোবর অপসারণ করতে না পারায় নিজের খামার বন্ধ হবার উপক্রম হচ্ছিল, সেই গোবর অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা যায়–এটা আমার ধারণার বাইরে ছিল। আমি প্রকল্পের কর্মকর্তাদের কাছ থেকে জানতে পারি, এ গোবর কিনে মোবারক হোসেন বাণিজ্যিকভাবে জৈব সার উৎপাদন করেন এবং স্থানীয় এলাকা তো বটেই, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সেই সার বিক্রি করছেন"।

এ নতুন আয়ের উৎস তাকে এতটাই অনুপ্রাণিত করে যে তিনি নিজেই জৈব সার উৎপাদনের সিদ্ধান্ত নেন। SMART প্রকল্পের আওতায় সহযোগী সংস্থা থেকে তিনি চার লাখ টাকা ঋণ গ্রহণ করেন। প্রকল্পের সহায়তায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বর্তমানে ঝর্না তার খামারে RECP চর্চা হিসেবে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট, বর্জ্য পিট ও ভার্মি কম্পোস্ট ইউনিট স্থাপন করেছেন। এর ফলে তিনি রান্নার জন্য বায়োগ্যাস ব্যবহার করতে পারছেন। খামারের বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এখন আর কোনো সমস্যা নয়।

এছাড়া, খামারের ছাদে স্বচ্ছ ঢেউটিন স্থাপন করে বিদ্যুৎ খরচ কমানো, অভ্যন্তরীণ বাতাসের মান উন্নয়নের জন্য নেট ভেন্টিলেশন এবং পানির পরিমিত ব্যবহারের জন্য নজেল ও ফগার স্থাপন করেছেন। এ সকল চর্চা রপ্ত করায় বিদ্যুৎ, পানি ও গোখাদ্যের অপচয় রোধ হচ্ছে এবং দূষণ হ্রাস পাচ্ছে। ফলে, পরিবেশের সুরক্ষা ও সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার করার পাশাপাশি ব্যবসায় প্রবৃদ্ধি ধরে রাখাও সম্ভব হচ্ছে।

সফলতার ছোঁয়া: এ কার্যকর উদ্যোগগুলোর ফলে শুধুমাত্র খরচ হ্রাসই হয়নি, বরং খামারের আয়ও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, SMART প্রকল্পের সহযোগিতায় গবাদিপ্রাণির জন্য সুষম খাদ্য রেশনিং, সময়মতো ভ্যাকসিন ও কৃমিনাশক ব্যবহারের নিয়মিত সহায়তা পেয়ে ঝর্নার গবাদিপ্রাণির স্বাস্থ্যও উন্নত হয়েছে।

ঝর্নার সাফল্য দেখে এলাকার অন্যান্য খামারিরাও RECP চর্চা গ্রহণে আগ্রহী হচ্ছেন, যা একটি পরিচ্ছন্ন ও টেকসই কৃষি খাত গড়ে তোলার সম্ভাবনাকে আরও দৃঢ় করছে। ঝর্না আনন্দের সাথে বলেন, "যে গোবরের কারণে আমার খামার বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়েছিল, সেটিই এখন আমার আয়ের উৎস!"

ঝর্না আক্তারের এ রূপান্তরের গল্প শুধুমাত্র একটি খামারের উন্নয়নের কাহিনী নয়, বরং এটি প্রমাণ করে যে, সঠিক সহায়তা ও সচেতনতায় যেকোনো প্রতিবন্ধকতা জয় করা সম্ভব। তার খামার আজ পরিচ্ছন্ন উৎপাদনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

প্রতিবেদনটি যৌথভাবে প্রস্তুত করেছেন
মোঃ বরকত উল্লাহ বাবু, আলাল আহমেদ এবং মোঃ নাকিবুল কাউসার

দেশের কৃষি খাতের উন্নয়ন বিষয়ে ইফাদ প্রতিনিধি দলের সাথে পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের মতবিনিময়

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর এক প্রতিনিধি দলের সাথে ২৮ জানুয়ারি ঢাকার স্থানীয় এক হোটেলে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের বাংলাদেশের কৃষি খাতে সম্ভাবনাময় উন্নয়ন ও টেকসহিতা নিয়ে মতবিনিময় করেন।

প্রতিনিধি দলে ছিলেন ইফাদ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর (অফিস অফ টেকনিক্যাল ডেলিভারি) পিটারনাল বুগার্ড; ডিরেক্টর (সাসটেইনেবল প্রোডাকশন, মার্কেটস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস ডিভিশন) নাইজেল ব্রেট এবং ইফাদ বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালেনটাইন আচানচো ও প্রোগ্রাম ম্যানেজার রিলা ক্রিক।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ হাবিবুর রহমান।

BD Rural WASH for HCD প্রকল্প

পরিকল্পনামাফিক কাজের পরামর্শ অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালকের

পিকেএসএফ-এর Bangladesh Rural Water, Sanitation & Hygiene for Human Capital Development (BD Rural WASH for HCD) প্রকল্পের সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিতের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থাসমূহকে পরিকল্পনামাফিক কাজ করার পরামর্শ দেন পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন।

বিগত ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকল্পের কার্যক্রমের 'অগ্রগতি মূল্যায়ন এবং লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কৌশল নির্ধারণ' শীর্ষক দিনব্যাপী কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ পরামর্শ দেন। পাবনা জেলা পরিষদের রশীদ হলে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা পাবনা প্রতিশ্রুতি এ কর্মশালা আয়োজন করে।

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ১১-১৩ ফেব্রুয়ারি পাবনা জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা পাবনা প্রতিশ্রুতি, প্রোগ্রাম ফর কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট (পিসিডি), এবং অর্গানাইজেশন ফর সোসাল এডভান্সমেন্ট এন্ড কালচারাল এক্টিভিটিস (ওসাকা)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন BD Rural WASH for HCD প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহযোগী সংস্থাসমূহের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে পৃথক পৃথক মতবিনিময় সভায় অংশগ্রহণ করেন।

ভোলায় কারিগরি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট উদ্বোধন করলেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক

পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন ২৩ জানুয়ারি ভোলা জেলার ভেদুরিয়া ইউনিয়নের ব্যাংকের হাটে 'জন উন্নয়ন টেকনিক্যাল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট' উদ্বোধন করেন। উপকূলীয় মানুষের কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন এবং আরও কার্যকরভাবে এ অঞ্চলে পিকেএসএফ-এর কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সহযোগী সংস্থা গ্রামীণ জন উন্নয়ন সংস্থা (জিজেইউএস) এ প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট স্থাপন করে।

উপকূলীয় জেলা ভোলায় ২২ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে শুরু হওয়া দুই দিনব্যাপী এ দাপ্তরিক সফরে ড. মোঃ জসীম উদ্দিন পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কর্মসূচি ও প্রকল্পের আওতায় জিজেইউএস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন কৃষি, দক্ষতা উন্নয়ন, আবাসন ও আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এছাড়া, তিনি ভোলা সদর উপজেলার ভেলুমিয়া ইউনিয়নে অসহায় ও অতিদরিদ্রদের মাঝে কম্বল বিতরণ করেন। তিনি ২৩ জানুয়ারি জিজেইউএস-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন RAISE প্রকল্পের আওতায় তরুণ উদ্যোক্তাদের জন্য চলমান 'ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা ও উদ্যোগ উন্নয়ন' প্রশিক্ষণ পরিদর্শন করেন।

তিনি উদ্যোক্তাদের সাথে মতবিনিময়কালে প্রশিক্ষণলব্ধ জ্ঞান কাজে লাগিয়ে নিজ নিজ উদ্যোগ সম্প্রসারণ এবং বাজার চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বৈচিত্র্যপূর্ণ মূল্য-সংযোজিত পণ্য উৎপাদনের বিষয়ে তাদের উৎসাহ প্রদান করেন। পরিদর্শনকালে তিনি জিজেইউএস-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেন।

সমৃদ্ধি কর্মসূচি

অনুষ্ঠিত হলো মেধা বিকাশ ও উদ্যোক্তা মেলা-২০২৫

তরুণ সমাজের উদ্ভাবনী শক্তি, সৃজনশীল দক্ষতা ও উদ্যোক্তা মনোভাব বিকাশের লক্ষ্যে পিকেএসএফ-এর সমৃদ্ধি কর্মসূচির কৈশোর ও উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় ২১ ও ২২ ফেব্রুয়ারি 'মেধা বিকাশ ও উদ্যোক্তা মেলা-২০২৫' অনুষ্ঠিত হয়। পিকেএসএফ-এর সহযোগিতায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া

সদর উপজেলার অন্নদা সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ মেলা আয়োজন করে সহযোগী সংস্থা সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট ইনোভেশন এন্ড প্র্যাকটিসেস। ২১ ফেব্রুয়ারি মেলার উদ্বোধন করেন পিকেএসএফ-এর পরিচালনা পর্ষদ সদস্য ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম।

এতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার প্রায় ৫০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা ক্রীড়া প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা ও বিজ্ঞান প্রকল্প প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে। মেলার শেষ দিন পিকেএসএফ-এর পর্ষদ সদস্য প্রফেসর ড. মোঃ তৌফিকুল ইসলাম বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এ সময় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ-সহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। মেলায় মোট ২৪টি স্টল ছিল।

উল্লেখ্য, ১ অক্টোবর ২০২৪ থেকে পিকেএসএফ ১০১টি সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে দেশের ৬৪ জেলার ১৭৬ উপজেলার ১৭৬ ইউনিয়নে নতুন কাঠামো অনুযায়ী পুনর্বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। তবে, ১৭৬ উপজেলার বাইরে আরও ৫৫ উপজেলায় কৈশোর কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম, কৈশোর কার্যক্রম, উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম, ক্রীড়া, সাংস্কৃতিক কার্যক্রম এবং প্রবীণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে।

স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থাসমূহের নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা ও পুষ্টি কার্যক্রম বিষয়ে একটি মতবিনিময় সভা ৬ জানুয়ারি পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান, ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের, অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন এবং ২৫টি সহযোগী সংস্থার নির্বাহী পরিচালক উপস্থিত ছিলেন। এতে তিনটি সহযোগী সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পরিচালিত স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের ওপর তিনটি উপস্থাপনা প্রদান করা হয় এবং উন্মুক্ত আলোচনা পর্বে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

আরএমটিপি প্রকল্পের অগ্রগতিতে ইফাদ প্রতিনিধি দলের সন্তোষ প্রকাশ

আন্তর্জাতিক কৃষি উন্নয়ন তহবিল (ইফাদ)-এর এক প্রতিনিধি দল ২৬ জানুয়ারি চট্টগ্রাম জেলায় বাস্তবায়নাধীন পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শনকালে প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করে।

প্রতিনিধি দলটিতে ছিলেন ইফাদ-এর ম্যানেজিং ডিরেক্টর (অফিস অফ টেকনিক্যাল ডেলিভারি) পিটারনাল বুগার্ড; ডিরেক্টর (সাসটেইনেবল প্রোডাকশন, মার্কেটস অ্যান্ড ইনস্টিটিউশনস ডিভিশন) নাইজেল ব্রেট; এবং ইফাদ বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. ভ্যালেনটাইন আচানচো ও প্রোগ্রাম সমন্বয়কারী নাবিল রহমান।

ইফাদ প্রতিনিধিবৃন্দ পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইন্টিগ্রেটেড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন (আইডিএফ)-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত হাটহাজারির হালদা নদীর পোনা উৎপাদন প্রক্রিয়া, পোনা বাজারজাতকরণ ও হালদা নদীর পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষা কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। এরপর প্রতিনিধি দলটি ফটিকছড়িতে আরএমটিপি'র আওতায় গোলমরিচের চারা উৎপাদন প্রক্রিয়া, গোলমরিচের বাগান ও গোলমরিচ প্রক্রিয়াজাতকরণ কার্যক্রম দেখেন। এছাড়া, ইফাদ প্রতিনিধিবৃন্দ মহামায়া লেকে 'ইকো ট্যুরিজম শিল্পের উন্নয়ন' শীর্ষক ভ্যালু চেইন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম, ইপসা-এর প্রধান নির্বাহী মোঃ আরিফুর রহমান, অপকা-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ আলমগীর ও আইডিএফ-এর উপ-নির্বাহী পরিচালক মুহাম্মদ নিজাম উদ্দীন।

‘দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গঠনে পিকেএসএফ ও এসএসএস-এর অগ্রযাত্রা চলমান থাকুক’

আবদুল হামিদ ভূইয়া
নির্বাহী পরিচালক
সোসাইটি ফর সোশাল সার্ভিস (এসএসএস)

সোসাইটি ফর সোশাল সার্ভিস (এসএসএস) ১৯৯২ সালে পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হয়। ১৯৮৬ সালে প্রতিষ্ঠার পর সংস্থাটি প্রাথমিক পর্যায়ে টাঙ্গাইল জেলার টাঙ্গাইল সদর ও মধুপুর উপজেলায় দু'টি শাখা অফিসের মাধ্যমে কার্যক্রম শুরু করে। বর্তমানে এসএসএস ৭১২টি শাখা অফিসের মাধ্যমে ৫৫টি জেলায় কাজ করছে। এসএসএস প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা পালনসহ বিগত প্রায় ৩৯ বছর যাবৎ আবদুল হামিদ ভূইয়া সংস্থাটির প্রধান নির্বাহী হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তার বলিষ্ঠ নেতৃত্বে এসএসএস বহুমুখী উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় পর্যায়ে একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। পিকেএসএফ পরিক্রমার জন্য আবদুল হামিদ ভূইয়া-এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন মোহাম্মদ মিনহাজ উদ্দিন শেখ, সহকারী মহাব্যবস্থাপক, পিকেএসএফ এবং মো. ওয়ালিউল্লাহ্, সিনিয়র সহকারী কর্মসূচি ব্যবস্থাপক, এসএসএস।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: প্রায় ৩৯ বছর আগে এসএসএস প্রতিষ্ঠার সময় আপনাদের মনে কী প্রেরণা কাজ করেছিল?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: স্বাধীনতাত্তোর বাংলাদেশের উন্নয়নে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাসমূহ কাজ করত মূলতঃ ত্রাণ ও পুনর্বাসন নিয়ে। আমি ১৯৮০ সাল থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান ‘আশা'য় এবং এরপর ঢাকা আহ্ছানিয়া মিশনে প্রায় ছয়-সাত বছর কাজ করি। চাকরি জীবনের ব্যবস্থাপনিক অভিজ্ঞতা ও দেশের অর্থনৈতিক সংকট আমাকে নিজের মতো করে কাজ করতে অনুপ্রাণিত করে। কয়েকজন সহকর্মীর সাথে বাংলাদেশের দারিদ্র্য, উন্নয়ন, সামাজিক কুসংস্থার, সুবিধাবঞ্চিত ও পথশিশুদের উন্নয়ন ও শিক্ষার সম্প্রসারণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করতাম। এক পর্যায়ে আমরা সাধারণ মানুষকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে একটি প্রতিষ্ঠান তৈরির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। ১৯৮৬ সালের নভেম্বরে প্রতিষ্ঠা করি ‘সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস (এসএসএস)’। রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত কার্যাদি সম্পন্ন করার পর ১৯৯০ সাল থেকে এসএসএস-এর প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: এসএসএস-এর প্রধান কার্যক্রমগুলো কী?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: বর্তমানে এসএসএস ৭১২টি শাখা অফিসের মাধ্যমে সংগঠিত জনসাধারণের মধ্যে বৈচিত্র্যপূর্ণ আর্থিক পরিষেবা (ঋণ, সঞ্চয়, রেমিট্যান্স ইত্যাদি) প্রদানের পাশাপাশি কৃষি-মৎস্য-প্রাণিসম্পদ উন্নয়ন, উদ্যোক্তা উন্নয়ন, অপুষ্টি দূরীকরণ, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন, মানবসম্পদ উন্নয়ন ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। এছাড়া, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত প্রভাব মোকাবিলায় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও পুনর্বাসনে আমরা কাজ করছি। একটি সুন্দর সমাজ বিনির্মাণের লক্ষ্যে আমরা প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, তরুণ ও যুবদের জন্য সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: আপনাদের সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত শিক্ষা কার্যক্রম সম্পর্কে কিছু বলুন।

আবদুল হামিদ ভূইয়া: এসএসএস সূচনালগ্ন থেকেই শিক্ষা ও শিশু উন্নয়ন নিয়ে কাজ করে যাচ্ছে। সমাজের নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠীর শিশু-কিশোরদের জন্য রয়েছে ‘এসএসএস পৌর আইডিয়াল হাই স্কুল’, গৃহকর্মে নিয়োজিত শিশুদের জন্য আছে কারিগরি ও কর্মমুখী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট। পাশাপাশি রয়েছে পতিতা পল্লীর শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসন কেন্দ্র ‘এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম’।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: পতিতা পল্লীর শিশু-কিশোরদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সামাজিকভাবে কোনো বাধার সম্মুখীন কি হয়েছেন? হয়ে থাকলে তা মোকাবিলা করে কী সাফল্য অর্জন করেছেন আপনারা?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: ১৯৯৪ সালে আমরা ৬০ জন পথশিশু নিয়ে দু'টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করি। কয়েক মাস পরে মাত্র অল্প কয়েকজন টিকে থাকলো। অনুসন্ধানে দেখা গেল অনুপস্থিত শিশুরা পতিতা ও হরিজন পল্লীর শিশু। এ পরিস্থিতিতে পতিতা পল্লীর শিশুদের জন্য আলাদাভাবে পাঠদান শুরু করা হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে আইএলও-এর আর্থিক সহায়তায় এবং পরবর্তীকালে ১৯৯৯ সালে টিডিএইচ নেদারল্যান্ড-এর অর্থায়নে পতিতা পল্লীর শিশুদের জন্য ‘এসএসএস সোনার বাংলা চিলড্রেন হোম’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রথম দিকে হোমের ছেলেদের মসজিদে নামাজ পড়তে দেওয়া হতো না। আমরা স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্ত করে হোমের ছেলে-মেয়েদের জন্য ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা করি। বর্তমানে এ হোমে ৮৩ জন ছেলেমেয়ে রয়েছে। এ পর্যন্ত এ হোমের ২৯ জন ছেলেমেয়েকে সংস্থার অভিভাবকত্বে বিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ৪২ জনের শোভন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: সমাজের নানা শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে কাজ করার ক্ষেত্রে আপনারা কী ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করে থাকেন?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: মাঠ পর্যায়ে সুবিধাবঞ্চিত ও অনগ্রসর জনগোষ্ঠীর মধ্যে নারীদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করা একটা বড় চ্যালেঞ্জ। প্রতিষ্ঠার শুরুর দিকে এ ধরনের সমস্যা বেশ প্রকট ছিল। তবে বর্তমানে এ সমস্যা অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। অন্যদিকে ঋণের টাকা ফেরত আনাও অনেক সময় কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: এসএসএস থেকে গত প্রায় চার দশকে যারা বিভিন্ন সেবা গ্রহণ করেছেন, তাদের মধ্যে কী ধরনের পরিবর্তন এসেছে?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: এসএসএস পরিচালিত উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় সেবা গ্রহণ করে সংগঠিত সদস্যদের আর্থসামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। বিশেষ করে নারীর ক্ষমতায়ন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তাদের সম্পৃক্ততা বৃদ্ধি পেয়েছে। অনেকে উদ্যোক্তা হয়েছেন এবং অনেকের মজুরিভিত্তিক কর্মসংস্থান হয়েছে। মানুষ এখন খাদ্য, পুষ্টি, বিশুদ্ধ পানি ও স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ইত্যাদি বিষয়ে অনেক সচেতন। সন্তানদের লেখাপড়া এবং নিজেদের সক্ষমতা অনুযায়ী আবাসন ও রুচির উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনও লক্ষণীয়।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: টাঙ্গাইলের চমচম ও তাঁত শিল্পের সুখ্যাতি বিশ্বব্যাপী। এখানকার আনারসও প্রসিদ্ধ। এসব কার্যক্রমকে এগিয়ে নেয়ার ক্ষেত্রে এসএসএস-এর কি কোনো বিশেষ উদ্যোগ আছে?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: টাঙ্গাইলের সিংহভাগ মিষ্টি ব্যবসায়ী এসএসএস-এর সদস্য। টাঙ্গাইলের চমচম উৎপাদন এবং এর উন্নয়নে আমরা দুগ্ধ খামার প্রতিষ্ঠায় প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও আর্থিক পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছি। এসএসএস-এর আর্থিক ও কারিগরি পরিষেবার মাধ্যমে অনেক তাঁত কর্মী তাঁতের মালিক হয়েছেন, অনেকেই হয়েছেন বড় উদ্যোক্তা। আমরা তাদের তৈরি তাঁতের পণ্যসমূহ জাতীয় পর্যায়ের বিভিন্ন মেলা ও প্রদর্শনীতে প্রদর্শনের সুযোগ করে দিয়েছি। অন্যদিকে মধুপুরের গুণগতমানের আনারস উৎপাদন, বাজার অবকাঠামোর উন্নয়ন ও বাজার সম্প্রসারণে এসএসএস-এর নানামুখী অবদান রয়েছে।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম বাস্তবায়নে পিকেএসএফ থেকে আপনারা কী ধরনের সহায়তা পেয়ে থাকেন?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: সহযোগী সংস্থা হিসেবে তালিকাভুক্ত হওয়ার পর পিকেএসএফ-এর ক্রমবর্ধমান অর্থায়নের ফলে সংস্থার মাঠ পর্যায়ে সংগঠিত সদস্যদের আর্থিক পরিষেবা প্রদানে আমাদের সক্ষমতা বেড়েছে। পিকেএসএফ-এর বিশেষায়িত বিভিন্ন কর্মসূচি সংস্থার কর্মএলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থসামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করেছে। এছাড়া, সংস্থার কার্যক্রম তত্ত্বাবধান, প্রকল্প বাস্তবায়ন গাইডলাইন, বেইজলাইন সার্ভে, মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ ও বিভিন্ন কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে পিকেএসএফ সংগঠিত সদস্যদের সক্ষমতা ও দক্ষতার উন্নয়নে আমদের সহায়তা প্রদান করেছে।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রমে বৈচিত্র্যায়নের পাশাপাশি সংস্থার মজবুত প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো উন্নয়নে পিকেএসএফ থেকে কী ধরনের সহযোগিতা পেয়েছেন?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: এসএসএস-এর কর্মকর্তাবৃন্দ পিকেএসএফ হতে গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ পেয়েছেন। পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন নীতিমালা ও পরামর্শ সংস্থার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও নেতৃত্বের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। পিকেএসএফ-এর প্রতিনিধিবৃন্দের এসএসএস পরিদর্শনের মাধ্যমেও সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা হয়েছে।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: এনজিওগুলো দরিদ্র মানুষকে উপকারের চেয়ে শোষণ করে বেশি, এনজিও কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের সুদের হার বেশি – এ ধরনের একটি সমালোচনা সমাজে প্রচলিত রয়েছে। এ বিষয়ে আপনার মত কী?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: এ ধরনের ধারণা নিতান্তই ভ্রান্ত। মূলধারার আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকসমূহ জামানতের বিপরীতে ঋণ প্রদান করে। অপরদিকে এনজিও থেকে সহজেই জামানত ছাড়া সমাজের দরিদ্র থেকে শুরু করে সকল শ্রেণির জনগোষ্ঠীকে ঋণ প্রদান করা হয়। এছাড়া, সংগঠিত সদস্যদের স্বাস্থ্য-শিক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রেও নানারকম সেবা প্রদান করা হয়। অন্যদিকে ঋণগ্রহীতা বা অভিভাবক মৃত্যুবরণ করলে অবশিষ্ট ঋণ সম্পূর্ণ মওকুফ করে দেওয়া হয়। ঋণগ্রহীতাদের সন্তানদের লেখাপড়ায় বৃত্তি, জটিল রোগের চিকিৎসায় আর্থিক সহায়তা প্রদান, দুর্যোগে-পুনর্বাসনে সহযোগিতা প্রদান নিশ্চয়ই শোষণ নয়।

এনজিও কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের সুদের হার বেশি – এ সমালোচনাও সঠিক নয়। এনজিওসমূহ বিভিন্ন ব্যাংক বা দাতা সংস্থা থেকে সুদের বিনিময়ে তহবিল সংগ্রহ করে থাকে। এছাড়া, এনজিও থেকে জনসাধারণের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে সেবা দেওয়া হয়। এজন্য সংস্থাসমূহের প্রশাসনিক খরচ তুলনামূলক বেশি। মূলধারার ব্যাংকসমূহে ঋণ বিতরণের প্রাক্কালে নানাবিধ চার্জ ধার্য করা হয়, যা এনজিও-তে করা হয়না। সার্বিক বিবেচনায় এনজিও কর্তৃক বিতরণকৃত ঋণের সুদের হার বেশি – এ ধারণাটি বিভ্রান্তিমূলক।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: এসএসএস-এ বিগত প্রায় ৩৯ বছরের কর্মজীবনে আপনার কি কোনো অপূর্ণতা আছে?

আবদুল হামিদ ভূইয়া: আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে, প্রতিষ্ঠান ও সমাজে কোনো বৈষম্য থাকবে না। বিশেষ করে অর্থনৈতিক বৈষম্য শূন্যের কাছাকাছি থাকবে। কিন্তু প্রতিষ্ঠান ও সমাজ যতো উন্নত হচ্ছে, বৈষম্য ততো বৃদ্ধি পাচ্ছে। আর এ বৈষম্যকে কেন্দ্র করে সমাজে ৮০ শতাংশ সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। আরও একটি ইচ্ছা ছিল যে, আমাদের সংস্থার প্রত্যেক কর্মী সংস্থাকে নিজের প্রতিষ্ঠান ভেবে নিবেদিত থাকবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এ ইচ্ছার শতভাগ পূরণে পাড়ি দিতে হবে লম্বা পথ।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: এসএসএস-এর আগামী দিনের পরিকল্পনা সম্পর্কে কিছু বলুন।

আবদুল হামিদ ভূইয়া: সাধারণ মানুষকে সেবা প্রদানের লক্ষ্যে সংস্থার পরিষেবাগুলোকে জনসাধারণের চাহিদা এবং সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে যুগোপযোগী করা হবে। সৃজনশীল ও সমন্বিত কর্মপন্থা অনুসরণের মাধ্যমে চার-পাঁচ বছরের মধ্যে দেড় হাজার শাখার মাধ্যমে কার্যক্রমের বিস্তার এবং দেশের সীমানা ছাড়িয়ে বিদেশেও কার্যক্রম সম্প্রসারণের স্বপ্ন রয়েছে আমাদের।

আগামীতে সকল উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে। আগামী দিনগুলোতে সংস্থায় নিবেদিত মানবসম্পদ সৃষ্টি, দক্ষতা ও সক্ষমতার উন্নয়ন এবং ডিজিটাইজেশন ব্যাপকভাবে গুরুত্ব পাবে।

পিকেএসএফ পরিক্রমা: আপনাকে অনেক ধন্যবাদ। আপনার সুস্বাস্থ্য ও সাফল্য কামনা করছি।

আবদুল হামিদ ভূইয়া: দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত দেশ গঠনে পিকেএসএফ ও এসএসএস-এর অগ্রযাত্রা চলমান থাকুক। পিকেএসএফ-সংশ্লিষ্ট সকলকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা।

পুরো সাক্ষাৎকারটি পড়তে স্ক্যান করুন

নতুন গৃহ নির্মাণ ও পুরাতন গৃহ সংস্কারে ৮৩০.৬ কোটি টাকা বিতরণ

জানুয়ারি ২০১৯ হতে পিকেএসএফ নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সুবিধাবঞ্চিত লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আবাসন অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে 'আবাসন ঋণ' শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে কর্মসূচিটি ২৫টি সহযোগী সংস্থার ২০৫টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৫২টি জেলার ১১৪টি উপজেলায় বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

এ কর্মসূচির আওতায় নতুন গৃহ নির্মাণ, পুরাতন গৃহ সংস্কার ও সম্প্রসারণের জন্য মার্চ ২০২৫ পর্যন্ত মোট ৩১,৫৯৫ জন সদস্যকে ৮৩০.৬ কোটি টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

জয়পুরহাটে স্থানীয়ভাবে টমেটো সস তৈরি করে শাহাজাহানের দিন বদল

প্রতিদিন সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সবজি কিনে তা ট্রাকে করে ঢাকায় পাঠাতেন জয়পুরহাটের পাঁচবিবি উপজেলার শাহাজাহান বাবু (৪২ বছর)। সবজি ব্যবসার নানান ঝুঁকিতো ছিলই, ছিল দর ওঠানামার খেলা।

এ ব্যবসায় প্রায়ই তিনি লোকসানের মুখে পড়ছিলেন। যেদিন সবজি পাঠাতে পারতেন না, সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকায় সেদিন নষ্ট হয়ে যেতো সবজি। এতে লোকসান হতো আরো বেশি। অনিশ্চয়তা আর লোকসানের থেকে উত্তরণের জন্য নতুন কিছু করতে উদ্যোগী হয়ে ওঠেন শাহাজাহান।

শাহাজাহানের এ সংকটকালে আশার আলো হয়ে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেয় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা জাকস ফাউন্ডেশন। সংস্থাটি ২০২৩ সালে পিকেএসএফ-এর আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় তাকে প্রশিক্ষণ ও টমেটো সস তৈরির মেশিন ক্রয়ের অনুদান প্রদান করে। এর পাশাপাশি উদ্যোক্তা নিজেও ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য কিছু অর্থ বিনিয়োগ করেন।

সেই থেকে আর তাকে পিছনে ফিরে তাকাতে হয়নি। শাহাজাহান বাবু গড়ে তোলেন সসের কারখানা।

উৎপাদন শুরু করেন 'কিং' ব্র্যান্ড নামে টমেটো সস। ইতিমধ্যে তিনি সস উৎপাদনের জন্য বিএসটিআই থেকে পেয়েছেন সনদ।

বর্তমানে প্রতিমাসে দুই টনেরও বেশি সস জয়পুরহাট, বগুড়া, নওগাঁ ও দিনাজপুর জেলায় বিক্রি করছেন। শাহাজাহানের এ উত্থান প্রমাণ করে সাহস আর উদ্যোগ থাকলে ভাগ্যও নতুন করে লেখা যায়!

আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগ সচিবের পিকেএসএফ-এর মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শন

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সচিব নাজমা মোবারেক ২৪-২৫ জানুয়ারি নীলফামারী, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁও জেলায় পিকেএসএফ-এর বিভিন্ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। তিনি ঠাকুরগাঁও

জেলায় পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা ইএসডিও-এর মাধ্যমে বাস্তবায়নাধীন আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় নিরাপদ মাংস ও দুগ্ধজাত পণ্যের বাজার উন্নয়ন শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এ সময় তিনি ইএসডিও-এর মাধ্যমে SMART প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন পরিবেশবান্ধব নির্মাণ সামগ্রী সংক্রান্ত উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

এছাড়া, তিনি নীলফামারী জেলায় পিকেএসএফ-এর BD Rural WASH for HCD প্রকল্প এবং পঞ্চগড়ে আরএমটিপি প্রকল্পের আওতায় বাণিজ্যিকভাবে টিউলিপ চাষ কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

পরিদর্শনকালে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের উপসচিব মুহাম্মদ আমিন শরীফ ও মোহাম্মদ মিজানুর রহমান, এনবিআর-এর কমিশনার তৌহিদুল মনির, পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক গোকুল চন্দ্র বিশ্বাস ও উপ-মহাব্যবস্থাপক মোঃ হাবিবুর রহমান, এবং ইএসডিও-এর নির্বাহী পরিচালক ড. মুহম্মদ শহীদ উজ জামান।

'সেরা মৎস্য উদ্যোক্তা ২০২৫' পুরস্কার পেলেন পিকেএসএফ-এর সদস্য রবিউল ইসলাম রবিন

বাংলাদেশ চীন-মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ২২ ফেব্রুয়ারি 'Fisheries Entrepreneur Summit-2025' অনুষ্ঠান আয়োজন করে মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিজম্যান মিডিয়া লিমিটেড। এতে 'সেরা মৎস্য উদ্যোক্তা ২০২৫' পুরস্কার পান পিকেএসএফ-এর সহায়তাপ্রাপ্ত সদস্য রবিউল ইসলাম রবিন। মূল্য-সংযোজিত মৎস্যপণ্য উৎপাদন ও বিপণনে বিশেষ অবদানের জন্য জাতীয়ভাবে তিনি এ পুরস্কার প্রাপ্ত হন।

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার বাসিন্দা রবিউল ইসলাম রবিন। তিনি পিকেএসএফ-এর কৃষি ইউনিট-এর আওতায় হাতে কলমে 'Value added ready to eat মৎস্যপণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণে উদ্যোক্তা তৈরি' শীর্ষক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মৎস্যপণ্য বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপনের জন্য তিনি পিকেএসএফ-এর সহযোগী সংস্থা গ্রাম বিকাশ কেন্দ্র (জিবিকে) থেকে প্রায় ২ লক্ষ টাকা ঋণ এবং কৃষি ইউনিটের আওতায় অনুদান সহায়তা লাভ করেন। স্বাস্থ্যকর, মুখরোচক ও মজাদার ফিশ সিঙ্গারা, ফিশ পুরি, ফিশ রোল ও ফিশ বল তৈরি করে দিনাজপুরে ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন রবিন। প্রতিদিন তিনি ৪০-৫০ কেজি পাঙাশ, তেলাপিয়া, রুই

ও সিলভার কার্প মাছ দিয়ে নতুন আইটেমের এসব মুখরোচক খাবার তৈরি ও বিক্রি করেন। তিনি মাসে প্রায় ৩-৪ লক্ষ টাকার মাছ থেকে রেডি টু ইট ফিশ প্রোডাক্ট বিক্রি করেন। বর্তমানে তার মাসিক আয় ৭০-৭৫ হাজার টাকা। তার বিক্রয় কেন্দ্রে ৪ জন পুরুষ ও ৩ জন নারী কাজ করছেন।

দিনাজপুর জেলার পার্বতীপুর উপজেলার সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা আবু জাফর মোঃ সায়েম বলেন, পিকেএসএফ এবং জিবিকে'র আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতায় বর্তমানে রেডি টু ইট ফিশ প্রোডাক্ট মানুষের পছন্দের খাদ্য তালিকায় স্থান করে নিয়েছে।

ECCCP-Drought প্রকল্প

বরেন্দ্র অঞ্চলে খরা মোকাবিলায় দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের তাগিদ পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের

জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাতের ফলে দেশের বরেন্দ্র অঞ্চলে খরার প্রভাব মারাত্মকভাবে অনুভূত হচ্ছে। এ অঞ্চলের প্রকৃতি, জীববৈচিত্র্য এবং মানুষকে রক্ষা করতে সুচিন্তিত, টেকসই ও দীর্ঘমেয়াদি কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে। এ লক্ষ্যে, সরকারি তহবিলের মাধ্যমে পরিচালিত কার্যক্রমের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সহায়তা আরো বৃদ্ধির তাগিদ দিয়েছেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান।

২৩ জানুয়ারি ঢাকার আগারগাঁওয়ে পিকেএসএফ ভবন-১-এ Extended Community Climate Change Project-Drought (ECCCP-Drought) প্রকল্পের আওতায় আয়োজিত এক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের সমাপনী অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকারের সহযোগিতায় এবং গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড (জিসিএফ)-এর অর্থায়নে পিকেএসএফ কর্তৃক এ প্রকল্প বরেন্দ্র অঞ্চলের নওগাঁ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং রাজশাহী জেলার ১৪টি উপজেলায় বাস্তবায়িত হচ্ছে। "আশা করি, এ ধরনের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে স্থানীয় পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় দক্ষ জনগোষ্ঠী গড়ে তোলা সম্ভব হবে।"

প্রায় ৩০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার তহবিল সংবলিত ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় ২০২৩-২০২৭ মেয়াদে বাংলাদেশের খরাপ্রবণ এলাকাসমূহের দরিদ্র, প্রান্তিক এবং জলবায়ু অভিঘাতে ঝুঁকিপ্রবণ জনগোষ্ঠীর সহনশীলতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

ECCCP-Drought প্রকল্পটি মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নকারী সহযোগী সংস্থার মোট ৬৬ জন কর্মকর্তাকে জলবায়ু পরিবর্তন, অভিযোজন ও প্রশমন কৌশল বিষয়ে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ০৫-১৬ ও ১৯-২৩ জানুয়ারি দু'টি ব্যাচে এ প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়।

প্রশিক্ষণটিতে জলবায়ু অর্থায়ন, প্রকল্প প্রস্তাবনা প্রস্তুত এবং মাঠ পর্যায়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ বিতরণ করেন এবং দক্ষতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে প্রকল্প বাস্তবায়নের আহ্বান জানান।

জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানালেন পিকেএসএফ চেয়ারম্যান

"জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুর্যোগের নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক সীমানা নেই এবং এটি মানবজাতির কল্যাণে একটি হুমকিস্বরূপ। তাই জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির কোনো বিকল্প নেই।"

৫ জানুয়ারি পিকেএসএফ-এর ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় 'Climate Change and Development' শীর্ষক প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান এ কথা বলেন ।

তিনি সমাজের সকল স্তরে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির আহ্বান জানান। এছাড়া, জাকির আহমেদ খান জলবায়ু পরিবর্তন এবং উন্নয়নের মাঝে ভারসাম্য বজায় রেখে সকল উন্নয়ন কর্মকাণ্ড বাস্তবায়নের ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

পিকেএসএফ ভবনে আয়োজিত পাঁচ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণে পিকেএসএফ-এর ১৩টি সহযোগী সংস্থার মোট ২৬ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় পর্যায়ক্রমে মোট ১০০টি এনজিও'র ২০০ জন কর্মকর্তাকে এ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ড. ফজলে রাব্বি ছাদেক আহমাদ, উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, পিকেএসএফ। এতে পিকেএসএফ-এর পরিবেশ ও জলবায়ু পরিবর্তন ইউনিটের মহাব্যবস্থাপক ড. একেএম নুরুজ্জামান এবং অন্যান্য কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

পুকুর ও খাল পুনর্খনন কার্যক্রম শুরু

ECCCP-Drought প্রকল্প মূলত মাত্রাতিরিক্ত খরাপ্রবণ জেলাসমূহে সমন্বিত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে কৃষিকাজ এবং সুপেয় পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করবে।

প্রকল্পের প্রধান কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সক্ষমতা বৃদ্ধি, কৃত্রিম উপায়ে ভূ-গর্ভস্থ পানির স্তর পুনর্ভরণ, পুকুর ও খাল পুনর্খনন এবং খরা-সহিষ্ণু ফসলের চাষ সম্প্রসারণ। প্রকল্পটির মাধ্যমে ২.১৫ লক্ষ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে।

প্রকল্পের আওতায় ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ৯৩টি ইউনিয়নে ৯০টি পুকুর এবং ৪০ কি.মি. খাল পুর্নখননের কার্যক্রম শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে নওগাঁ জেলার পোড়শা, সাপাহার, পত্নীতলা, মহাদেবপুর, ধামইরহাট ও মান্দা উপজেলায় ৪১টি পুকুর এবং ১৭ কি.মি. খাল পুনর্খনন কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে।

এ কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থানীয়দের পাশাপাশি এগিয়ে আসছেন উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ।

উল্লেখ্য, ECCCP-Drought প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, নওগাঁ ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার ১৪টি উপজেলার ১০০টি ইউনিয়নে ৩০০টি পুকুর এবং ১৪০ কি.মি. খাল পুনর্খননের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

পিপিইপিপি-ইইউ
প্রকল্পের অগ্রগতির প্রশংসা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের

বাংলাদেশে নিযুক্ত ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইইউ)-এর উচ্চ পর্যায়ের একটি প্রতিনিধি দল গত ০৬-০৮ ফেব্রুয়ারি সাতক্ষীরা জেলার প্রত্যন্ত এলাকায় পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন শেষে প্রকল্পের অগ্রগতির প্রশংসা করেছেন। ইইউ হেড অফ কো-অপারেশন ড. মিকাল ক্রেজ্জা-এর নেতৃত্বাধীন এ প্রতিনিধি দলে ত্র্যাঞ্জা তেলেন, হেড অফ ফাইন্যান্স কন্ট্রাক্টস অ্যান্ড অডিট; নিকোলাস মারভিল, ফাইন্যান্স অ্যান্ড কন্ট্রাক্টস ম্যানেজার; এবং মেহের নিগার ভূঁইয়া, প্রোগ্রাম ম্যানেজার - গ্রিন ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, অংশগ্রহণ করেন।

পরিদর্শনকালে পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের সদস্যরা ইইউ প্রতিনিধি দলকে জানান, প্রকল্পের আওতায় বহুমুখী সেবার ফলে অনেকের দারিদ্র্যাবস্থার উত্তরণ ও নাজুকতা দূরীকরণে ইতিবাচক পরিবর্তন এসেছে। প্রকল্পের সহায়তায় তারা বাণিজ্যিকভিত্তিতে সবজি চাষ, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগি পালন, গবাদিপ্রাণী পালন, সেলাই ও হস্তশিল্পের মতো জলবায়ু-সহনশীল উদ্যোগ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছেন। পরবর্তীতে ইইউ প্রতিনিধি দল প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়নাধীন জলবায়ু-সহনশীল কৃষিজ কার্যক্রম এবং অকৃষিজ আয়বর্ধনমূলক কর্মকাণ্ড পরিদর্শন করে।

অতিদরিদ্র পরিবারে আয়ক্ষয় রোধে প্রকল্পের পুষ্টি ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবার ভূমিকা

মাত্র তিন মাসের ব্যবধানে রাইসার জীবনে এক দৃশ্যমান পরিবর্তন এসেছে। সাতক্ষীরা জেলার শ্যামনগরের দরিদ্র জেলে পরিবারের এ শিশুটি জন্ম থেকেই অপুষ্টির শিকার ছিল। প্রোটিন ও ক্যালরির ঘাটতির ফলে তার শরীর ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ছিল; হাড্ডিসার গড়ন, ফ্যাকাশে ত্বক আর চোখ, ক্রমাগত অসুস্থতা যেন তার নিত্যসঙ্গী হয়ে ওঠেছিল। বয়স মাত্র আট মাস, অথচ স্বাভাবিক বৃদ্ধির কোনো লক্ষণ ছিল না।

খাবারের প্রতি অনীহা, স্থায়ী দুর্বলতা ও ক্রমাগত ওজন হ্রাস তাকে আরও বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। মা রূপালী বুঝতে পারছিলেন যে কিছু একটা ভুল হচ্ছে। কিন্তু কোথায় গেলে সাহায্য মিলবে, তাও জানতেন না। ওঝা-বৈদ্যের পরামর্শেও কোনো ফল আসেনি। ঠিক তখনই পিপিইপিপি-ইইউ প্রকল্পের মাধ্যমে নওয়াবেঁকী গণমুখী ফাউন্ডেশন (এনজিএফ) এগিয়ে আসে। রাইসার জন্য শুরু হয় বিশেষ পুষ্টি সহায়তা কার্যক্রম প্রাণিজ ও উদ্ভিজ্জ উৎস থেকে তৈরি উচ্চ-ক্যালরি ও পুষ্টিসমৃদ্ধ সুষম খাবার সরবরাহ। প্রয়োজনীয় পরিচর্যা ও পুষ্টি গ্রহণের ফলে মাত্র কয়েক মাসের মধ্যেই রাইসা সুস্থ হতে শুরু করে।

প্রকল্পের পুষ্টিবিদ, প্যারামেডিক ও কমিউনিটি নিউট্রিশন অ্যান্ড হেলথ প্রোমোটার (সিএনএইচপি) শুধু খাবার সরবরাহ করেননি, রাইসার মা-বাবাকে পুষ্টিবিষয়ক সচেতনতার প্রশিক্ষণও দিয়েছেন। প্রতিদিন কীভাবে পুষ্টিকর খাবার তৈরি করা যায়, কীভাবে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হয় এসব বিষয়ও শেখানো হয়েছে তাদের। আগের সেই কঙ্কালসার অবস্থা কাটিয়ে রাইসা এখন প্রাণবন্ত এক শিশু।

উল্লেখ্য, রাইসার বাবা মাসিক ১৫,০০০ টাকা আয় থেকে ২,৫০০-৩,০০০ টাকা মেয়ের চিকিৎসায় ব্যয় করতেন। প্রকল্পের সহায়তায় এ চিকিৎসা ব্যয় বর্তমানে প্রায় শূন্য। এখন তারা পুষ্টিকর খাবার খেতে পারেন, সঞ্চয় করতে পারেন এবং রূপালী বেগমের পুষ্টি বাগান পরিবারের পুষ্টি নিরাপত্তায় সহায়তা করছে। শুধু রাইসাই নয়, এমন অসংখ্য অপুষ্টিগ্রস্ত শিশু এ প্রকল্পের মাধ্যমে সুস্থ ও স্বাভাবিক জীবন ফিরে পেয়েছে, যা তাদের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাও নিশ্চিত করছে।

এছাড়া, পিপিইপিপি-ইউ প্রকল্পের আওতায় পিকেএসএফ পদক্ষেপ মানবিক উন্নয়ন কেন্দ্র (পিএমইউকে)-এর মাধ্যমে হাওর অঞ্চলের প্রত্যন্ত গ্রামগুলোতে স্যাটেলাইট ক্লিনিক স্থাপন করেছে। এ ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা পাচ্ছেন স্থানীয় জনগণ। সুবর্ণা বেগম, যিনি একসময় প্রসবকালীন জটিলতার শিকার হয়েছিলেন, এখন নিয়মিত স্বাস্থ্যপরীক্ষা ও পরামর্শ পাচ্ছেন এ ক্লিনিকে। ফলে নিশ্চিত হচ্ছে তার নবজাতকের সুস্থ বৃদ্ধি। মোংলায় হীড বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে সরকারি হাসপাতালে স্থাপিত স্যাম ইউনিট মারাত্মক তীব্র অপুষ্টিতে ভোগা শিশুদের জন্য বিশেষায়িত চিকিৎসা ও থেরাপিউটিক ফুড (এফ-৭৫, এফ-১০০) সরবরাহ করছে। একইভাবে, খুলনার তেরখাদা উপজেলার শাবানা খাতুনের গল্পও অনুপ্রেরণাদায়ক। একসময় অপুষ্টিকর খাবারই ছিল তার পরিবারের দৈনন্দিন বাস্তবতা, কিন্তু উন্নয়ন সংস্থার প্রশিক্ষণে তিনি স্বাস্থ্যসম্মত পুষ্টিকর খাবার তৈরির কৌশল রপ্ত করেছেন। এখন তার সন্তানরা পুষ্টিকর খাবার পাচ্ছে, যা তাদের ভবিষ্যৎ সুস্থতা নিশ্চিত করবে।

এ প্রকল্প শুধু পুষ্টি ও স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে না, এটি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিও পরিবর্তন করছে এবং তাদের আর্থিক স্বনির্ভরতার পথও সুগম করছে। পিপিইপিপি-ইউ প্রকল্পের মাধ্যমে অনেক অপুষ্টিগ্রস্ত পরিবার সুস্থ জীবনে ফিরেছে, যা তাদের দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতায় ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে।

প্রতিবেদক: মোঃ রায়হান মোস্তাক, ব্যবস্থাপক (কার্যক্রম), পিকেএসএফ

SMART প্রকল্প

উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণে আগ্রহ বাড়ছে উদ্যোক্তাদের মাঝে

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার-এর সহায়তায় এবং বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ-এর যৌথ অর্থায়নে ২০২৩ সাল হতে পিকেএসএফ Sustainable Microenterprise and Resilient Transformation (SMART) প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। পাঁচ বছর মেয়াদি এ প্রকল্পের মাধ্যমে প্রক্রিয়াজাতকরণ, কৃষি এবং সেবা খাতের আওতাধীন প্রায় ৮০,০০০ ক্ষুদ্র উদ্যোগে সম্পদ-সাশ্রয়ী এবং ঘাত-সহিষ্ণু সবুজ প্রবৃদ্ধি সঞ্চারের লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্থিক ও কারিগরি সেবা প্রদান করা হচ্ছে।

প্রকল্পটির মোট বাজেট ৩০ কোটি মার্কিন ডলার, যার মধ্যে বিশ্বব্যাংক ও পিকেএসএফ যথাক্রমে ২৫ কোটি মার্কিন ডলার এবং ৫ কোটি মার্কিন ডলার অর্থায়ন করবে। SMART প্রকল্পের আওতায় ৪০টি উপ-প্রকল্প মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য সংশ্লিষ্ট সহযোগী সংস্থার সাথে চুক্তি স্বাক্ষর সম্পন্ন হয়েছে। এ সকল উপ-প্রকল্পের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট

সহযোগী সংস্থাসমূহে ২৪১.৬১ কোটি টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

উপ-প্রকল্পের আওতায় নিয়োগকৃত কর্মকর্তাদের প্রকল্পের মৌলিক বিষয়সমূহের ওপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এ পর্যন্ত ২৪৪ জন কর্মকর্তাকে বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ, ৫৮ জনকে পরিবেশ বিপদাপন্নতা বিষয়ে প্রশিক্ষকের জন্য প্রশিক্ষণ, ৫৮ জনকে ক্রয় ও আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিষয়ে, এবং ৩২ জনকে RECP Baseline Screening and Profiling বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ৯৭২ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাকে পরিবেশ বিপদাপন্নতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাংকের একটি প্রতিনিধি দল ২০-২১ জানুয়ারি সিরাজগঞ্জ ও পাবনা জেলায় ন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (এনডিপি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুগ্ধপণ্য ও তাঁত বিষয়ক দু'টি উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। দলটি ২২ জানুয়ারি মুন্সিগঞ্জ জেলায় রিসোর্স ইন্টিগ্রেশন সেন্টার (রিক) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন দুগ্ধপণ্য বিষয়ক উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করে। এ সময় বিশ্বব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দ মাঠ পর্যায়ে প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি ও ব্যবসাগুচ্ছে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপনের সম্ভাব্যতা যাচাই করার জন্য সংশ্লিষ্ট উদ্যোক্তা ও প্রকল্প কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় করেন।

১৮-২০ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান-এর নেতৃত্বে পিকেএসএফ-এর প্যানেল তত্ত্বাবধায়কবৃন্দসহ মোট ১৪ জন কর্মকর্তা সিরাজগঞ্জ ও টাঙ্গাইল জেলায় এনডিপি ও সোসাইটি ফর সোসাল সার্ভিস কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন তিনটি উপ-প্রকল্পের কার্যক্রম পরিদর্শন করেন। ১৯ ফেব্রুয়ারি এনডিপি'র প্রধান কার্যালয়ে উপ-প্রকল্প বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে কৌশল নির্ধারণ বিষয়ক একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে পিকেএসএফ হতে আগত কর্মকর্তাবৃন্দ, এনডিপি'র কর্মকর্তাবৃন্দ ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

এ সময় উদ্যোক্তারা উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণ করে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও RECP চর্চা রপ্তকরণের মাধ্যমে পরিবেশের সুরক্ষা নিশ্চিত করার আগ্রহ ব্যক্ত করেন।

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট হাওর প্রকল্পের আওতায় ‘শিখন বিনিময় কর্মশালা’ আয়োজন

পিকেএসএফ-এর ‘Climate-resilient Infrastructure for Sustainable Community Life in the Haor Region of Bangladesh’ প্রকল্পের আওতায় ২৩ ফেব্রুয়ারি সুনামগঞ্জ জেলায় একটি ‘শিখন বিনিময় কর্মশালা’ অনুষ্ঠিত হয়। এতে পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ড. এ.কে.এম. নুরুজ্জামান উপস্থিত ছিলেন। প্রকল্প বাস্তবায়নকারী তিনটি সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যতে এ ধরনের কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে করণীয় সম্পর্কে মত ব্যক্ত করেন।

জার্মান সরকারের IKI Small Grants Programme-এর আওতায় ২০২৩ হতে সুনামগঞ্জ জেলার জামালগঞ্জ ও দিরাই উপজেলার তিনটি ইউনিয়নের হাটিসমূহকে রক্ষা এবং হাওরবাসীর জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে দুই বছর মেয়াদি ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্ট হাওর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে পিকেএসএফ। প্রকল্পটি জার্মান সরকারের উন্নয়ন সংস্থা giz-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের মোট বাজেট ১১.৮৮ কোটি টাকা।

RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

পিকেএসএফ চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান বলেছেন, বাংলাদেশের তরুণদের মানসম্মত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে তাদের জন্য বিদেশে সম্মানজনক কাজের সুযোগ তৈরি করতে হবে। এ বিষয়ে পিকেএসএফ এবং এর সহযোগী সংস্থাগুলোকে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তিনি আহবান জানান। ২৫ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ ভবন-১-এ RAISE প্রকল্পের অগ্রগতি ও করণীয় বিষয়ক সমন্বয় সভায় সভাপতির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

এতে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের তার বক্তব্যে ভবিষ্যতের প্রযুক্তিনির্ভর কর্মক্ষেত্রের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরির ওপর গুরুত্বারোপ করেন। এর আগে, পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক ও

RAISE প্রকল্প সমন্বয়কারী দিলীপ কুমার চক্রবর্তী Progress of RAISE & Future Pathways শীর্ষক উপস্থাপনা প্রদান করেন।

পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার-এর কার্যক্রম

পিকেএসএফ চেয়ারম্যানের সভাপতিত্বে আয়োজিত 'Sustainability of Leadership' শীর্ষক মতবিনিময় সভার অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা সহযোগী সংস্থার দক্ষ জনবল উন্নয়নে ১৯৯৬ সাল থেকে চাহিদাভিত্তিক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও সমৃদ্ধকরণের ধারা অব্যাহত রেখেছে। গত ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পিকেএসএফ পরিচালনা পর্ষদের ২৫৮তম বৈঠকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পিকেএসএফ প্রশিক্ষণ শাখা-কে 'পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার'-এ রূপান্তর করা হয়। পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক সহযোগী সংস্থা ও পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তা/কর্মচারীবৃন্দ এবং সদস্যদের প্রশিক্ষণসহ পিকেএসএফ-এর অর্থায়নে পরিচালিত সকল প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টারের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হবে। আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর ডিজিটাল প্রশিক্ষণ কক্ষ, সমৃদ্ধ রিসোর্স পুল, এবং একই সময়ে একাধিক কোর্স (শ্রেণিকক্ষ ও ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম) বাস্তবায়নের পরিকল্পনা করছে 'পিকেএসএফ ট্রেনিং সেন্টার'।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম

সহযোগী সংস্থার মাঠ পর্যায়ের চাহিদার আলোকে বর্তমানে পিকেএসএফ ১১টি কোর্সে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদান করছে। জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ প্রান্তিকে পিকেএসএফ ভবনে শ্রেণিকক্ষভিত্তিক প্রশিক্ষণের আওতায় ১০টি ব্যাচে সহযোগী সংস্থাসমূহের উচ্চ ও মধ্যম পর্যায়ের ২২৮ জন কর্মকর্তাকে ৮টি কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

Sustainability of Leadership শীর্ষক মতবিনিময় সভা

টেকসই উন্নয়নের জন্য সবসময় চাহিদা-তাড়িত কার্যক্রম গ্রহণ এবং সর্বোচ্চ সততা ও নিষ্ঠা সহকারে তা বাস্তবায়নের জন্য ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন পিকেএসএফ-এর চেয়ারম্যান জাকির আহমেদ খান।

৬ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ ভবন-১-এ 'Sustainability of Leadership' শীর্ষক মতবিনিময় সভায় সভাপতিত্বকালে তিনি এ আহ্বান জানান। এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের এবং মতবিনিময় সভার প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন। মুক্ত আলোচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করেন পিকেএসএফ-এর সিনিয়র মহাব্যবস্থাপক মোঃ জিয়াউদ্দিন ইকবাল। সভায় সহযোগী সংস্থার উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দের জন্য দ্বিতীয় ধাপে 'Financial Management for Senior Executives' শীর্ষক নতুন প্রশিক্ষণ কোর্স আয়োজনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পিকেএসএফ কর্তৃক ইতিপূর্বে আয়োজিত 'Executive Leadership Training' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ৬৩ জন কর্মকর্তা এ সভায় অংশগ্রহণ করেন।

জাতীয় উন্নয়নে উদ্যোগের ভূমিকা বিষয়ক সেমিনার

বিগত ৩ মার্চ পিকেএসএফ ভবন-১-এ 'Entrepreneurship as a Motor of Development and Growth under Varying Context' শীর্ষক একটি সেমিনার আয়োজন করে পিকেএসএফ।

এতে সভাপতিত্ব করেন পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের। পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন সেমিনারটি সঞ্চালনা করেন। এতে পিকেএসএফ-এর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ মোট ১১৪ জন কর্মকর্তা উপস্থিত ছিলেন।

ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম

বিগত ৬ জানুয়ারি হতে থাইল্যান্ডের Mae Fah Luang University (MFU)-এর Logistics and Supply Chain Management-এ বিবিএ অধ্যয়নরত শিক্ষার্থী হারিসুল ইসলাম-এর পিকেএসএফ-এর RMTP প্রকল্পের আওতায় ইন্টার্নশিপ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

পিকেএসএফ কর্মকর্তাবৃন্দের প্রশিক্ষণ

জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫ সময়ে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ও পিকেএসএফ ভবন-১-এ অনুষ্ঠিত ৫টি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি এবং ৯টি কর্মশালায় পিকেএসএফ-এর ১১৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। একই সময়ে বিদেশে ৫টি প্রশিক্ষণ ও ৫টি কর্মশালায় মোট ৩৪ জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। এ সকল প্রশিক্ষণ/কর্মশালা সৌদি আরব, থাইল্যান্ড, রুয়ান্ডা, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, জার্মানি ও ইতালিতে অনুষ্ঠিত হয়।

ইন্দোনেশিয়ায় অনুষ্ঠিত 'Youth Workforce Development in the Informal Sector Focusing on Gender Mainstreaming in Indonesia' শীর্ষক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী পিকেএসএফ-এর কর্মকর্তাবৃন্দ

পিকেএসএফ-এর ঋণ কার্যক্রম

ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৬৭,৫৫১ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৫৪,৭৫৬ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ১২,৭৯৫ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থা হতে সদস্য পর্যায়ে ঋণ বিতরণের পরিমাণ ছিল ৮,২৪,৩১৪ কোটি টাকা, ঋণ আদায় ৭,৪৬,৬৩৮ কোটি টাকা এবং ঋণস্থিতি ৭৭,৬৭৬ কোটি টাকা। সহযোগী সংস্থার নিকট সদস্যদের সঞ্চয় স্থিতি ৩০,৮৯৪ কোটি টাকা।

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর ঋণস্থিতি: ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ১২,৭৯৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৯,২০৪ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৭১.৯৩% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৩,৫৯১ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ২৮.০৭%।

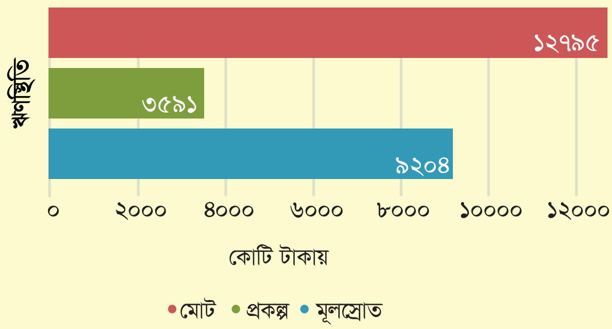

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার ঋণস্থিতি: ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৭৭,৬৭৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে মূলস্রোতভুক্ত ঋণ কার্যক্রম-এর আওতায় ঋণস্থিতি ৬৬,৩৫১ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ৮৫.৪১% এবং প্রকল্পভুক্ত ঋণ কর্মসূচি-এর আওতায় ঋণস্থিতি ১১,৩২৬ কোটি টাকা, যা মোট ঋণস্থিতির ১৪.৫৯%।

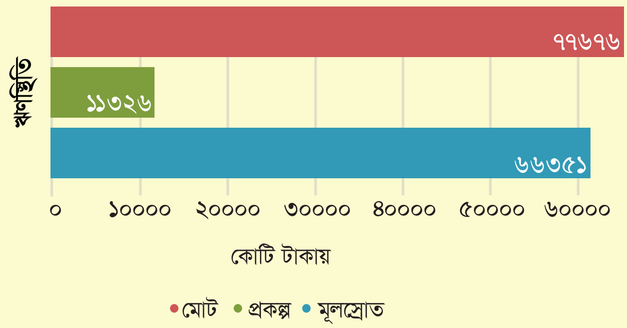

সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে পিকেএসএফ-এর মোট ঋণস্থিতি ছিল ১২,৭৯৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাগরণ খাতে ছিল ৩,৪৫৩ কোটি টাকা, অগ্রসর খাতে ৫,৮৯৭ কোটি টাকা, সুফলন খাতে ১,০৪০ কোটি টাকা, বুনিয়াদ খাতে ৬৪১ কোটি টাকা, আবাসন খাতে ৪১৫ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১,৩৪৮ কোটি টাকা।

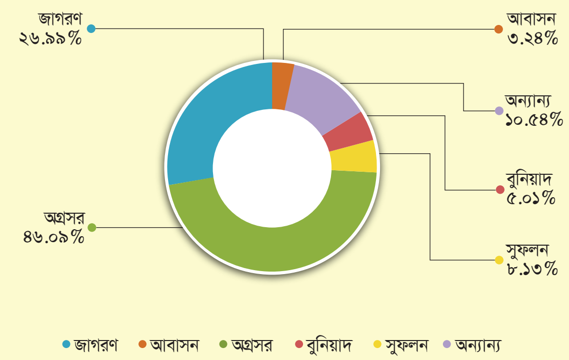

সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার খাতওয়ারি ঋণস্থিতি

ডিসেম্বর ২০২৪ মাসে সদস্য পর্যায়ে সহযোগী সংস্থার মোট ঋণস্থিতি ৭৭,৬৭৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে জাগরণ খাতে ছিল ২৫,৫০৩ কোটি টাকা, অগ্রসর খাতে ৩৫,৩৭১ কোটি টাকা, সুফলন খাতে ৫,৩৩২ কোটি টাকা, বুনিয়াদ খাতে ৭৮৯ কোটি টাকা, আবাসন খাতে ৪০৮ কোটি টাকা এবং অন্যান্য খাতে ১০,২৭৩ কোটি টাকা।

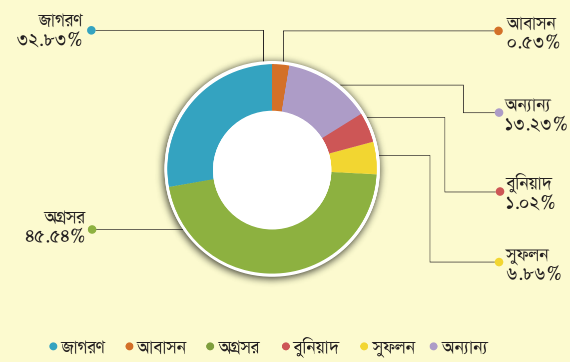

সহযোগী সংস্থার সদস্য ও ঋণগ্রহীতা: ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত পিকেএসএফ-এর সকল সহযোগী সংস্থার সর্বমোট সদস্য ২.০১ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৮৭ কোটি, যা মোট সদস্যের ৯৩.০৩%। একই সময়ে, ঋণগ্রহীতার সংখ্যা ১.৫২ কোটি। এর মধ্যে নারী ১.৪২ কোটি, যা মোট ঋণগ্রহীতার ৯৩.৪২%।

ঋণ আদায় হার: পিকেএসএফ হতে সহযোগী সংস্থা পর্যায়ে এবং সহযোগী সংস্থা হতে ঋণগ্রহীতা পর্যায়ে ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত ঋণ আদায়ের হার যথাক্রমে ৯৯.৭৩% এবং ৯৯.১০%।

অ-আর্থিক পরিষেবা সংক্রান্ত তথ্য: পিকেএসএফ সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে সদস্য পর্যায়ে আর্থিক পরিষেবার পাশাপাশি অ-আর্থিক পরিষেবা প্রদান করছে, যা পিকেএসএফ-এর নিজস্ব তহবিল ও বিভিন্ন প্রকল্প হতে সংস্থান করা হয়। অ-আর্থিক পরিষেবাসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো স্বাস্থ্য ও পুষ্টিসেবা, প্রশিক্ষণ, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, শিক্ষাবৃত্তি, ভ্যালু-চেইন উন্নয়ন কার্যক্রম, কৃষি প্রযুক্তি সম্প্রসারণ ও কারিগরি সহায়তা, জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলায় বন্যা ও লবণাক্ততা-সহিষ্ণু ফসল চাষে সহায়তা, বসতভিটা উঁচুকরণ, লবণাক্ততাপ্রবণ এলাকায় সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিতকরণ, কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া কর্মকাণ্ড, সক্ষমতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম ইত্যাদি। উল্লেখ্য, ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত অ-আর্থিক পরিষেবার আওতায় সর্বমোট ৪৭৬.৬৫ কোটি টাকা অনুদান সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর সাথে কাজ করতে সৌদি কোম্পানির আগ্রহ প্রকাশ

সৌদি আরবের কোম্পানি ভিশন অ্যাম্বাসাডর-এর ছয় সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল ১২ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে। রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ বিন আহমেদ তায়েব-এর নেতৃত্বে প্রতিনিধি দলটি সৌদি আরবে কর্মসংস্থান প্রত্যাশী বাংলাদেশি কর্মীদের দক্ষতা উন্নয়নে পিকেএসএফ-এর সাথে কাজ করার আগ্রহ প্রকাশ করে।

তারা বাংলাদেশ থেকে সৌদি আরবে ফল ও মাংস রপ্তানির সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা করেন। এছাড়া, সৌদি সরকারের পরিবেশ সংরক্ষণ ও টেকসই উন্নয়ন উদ্যোগ 'সৌদি গ্রিন ইনিশিয়েটিভ' বাস্তবায়নে পিকেএসএফ-এর অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে বলে প্রতিনিধিবৃন্দ উল্লেখ করেন। সৌদি প্রতিনিধি দলের এ উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বলেন, পিকেএসএফ ও ভিশন অ্যাম্বাসাডর-এর মাঝে প্রস্তাবিত সহযোগিতা বাংলাদেশি কর্মী ও উদ্যোক্তা উন্নয়নের পাশাপাশি সৌদি আরবের উন্নয়নেও ইতিবাচক প্রভাব রাখতে সক্ষম হবে।

এ সময় পিকেএসএফ-এর উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ মশিয়ার রহমান, মুহম্মদ হাসান খালেদ, ও ড. আকন্দ মোঃ রফিকুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন।

স্যানিটেশন খাতে বাংলাদেশের সাফল্যের অভিজ্ঞতা কাজে লাগাতে চায় ইথিওপিয়া

স্যানিটেশন খাতে বাংলাদেশের প্রশংসনীয় সাফল্যের অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তাদের দেশের মানুষের সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে চায় ইথিওপিয়া। ৫ ফেব্রুয়ারি পিকেএসএফ-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ ফজলুল কাদের-এর সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে এ আশা প্রকাশ করে ইথিওপিয়ার একটি প্রতিনিধি দল।

সাত সদস্যের এ প্রতিনিধি দলের নেতৃত্বে ছিলেন হানা হারসেমো, ওয়াশ এডভাইজার, আমরেফ হেলথ আফ্রিকা।

এর আগে, ইথিওপিয়ার প্রতিনিধি দলটি পিকেএসএফ-এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন-এর সাথে সাক্ষাৎ করে। তিনি প্রতিনিধি দলকে পিকেএসএফ-এর বৈচিত্র্যময় কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা প্রদান করেন। এ সময়, পিকেএসএফ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন BD Rural WASH for HCD প্রকল্প সম্পর্কে উপস্থাপনা প্রদান করেন পিকেএসএফ-এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ আবদুল মতীন।

প্রতিনিধি দলের প্রধান হানা হারসেমো জানান, ইথিওপিয়ায় এখনও ১৮ শতাংশ মানুষ খোলা জায়গায় মলত্যাগ করে। বাংলাদেশ যেভাবে উন্মুক্ত স্থানে মলত্যাগ প্রায় শূন্যতে নামিয়ে এনেছে, তা সত্যিই প্রশংসনীয়। ইথিওপিয়ায় স্যানিটেশন অবস্থার উন্নয়নে বাংলাদেশের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর বিষয়ে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

বুকপোস্ট

উপদেশক : মোঃ ফজলুল কাদের
ড. মোঃ জসীম উদ্দিন

নির্বাহী সম্পাদক : সুহাস শংকর চৌধুরী

সম্পাদনা সহযোগী : সাবরীনা সুলতানা

অঙ্গসজ্জা : রাকিব মাহমুদ